দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

পুনঃনিরীক্ষণে নতুন পদ্ধতি ॥ শিক্ষা বোর্ডে অভিভাবকদের ভিড় সংশয়

■ নিজামুল হক

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে পুনঃনিরীক্ষণের পদ্ধতি চালু করলেও অভিভাবকরা এ নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন। তারা বলছেন, আমাদের আশংকা মোবাইলের এ বার্তা যথাসময়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছবে কিনা।

তারা জানান, এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল জানতে রেজিস্ট্রেশনের একটি পদ্ধতি ছিল। নিয়মাবলীতে উল্লেখ ছিল, শিক্ষার্থীরা আগে থেকে এসএমএসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে রাখলে ফল প্রকাশের পর পরই উক্ত মোবাইল নম্বরে ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানিয়ে দেয়া হবে। কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, তারা রেজিস্ট্রেশন করে রাখলেও যথাসময়ে ফিরতি এসএমএস পাননি। ১৫ মে বেলা ১২টায় ফল প্রকাশ করা হলেও তারা ফিরতি এসএমএস পেয়েছেন পরদিন ১৬ মে বেলা ১২টার পর। এমন ঘটনায় যদি পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রেও ঘটে তবে তা আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা বলছেন, মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে পুনঃনিরীক্ষণ করা যাবে-এ বিষয়টি আগে থেকে প্রচার করা হলেও পদ্ধতিটি আগে থেকে প্রচার করা হয়নি।

গত বছর ঢাকা বোর্ডে নম্বর বেড়েছিল ৮৪ পরীক্ষার্থীর

তবে এ বিষয় অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেছেন ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তারা। তারা জানান, প্রতিনিয়ত এ নিয়ে কাজ চলছে। তবে কারো পুনঃনিরীক্ষণের বিষয় সন্দেহ হলে তারা টেলিটকের হেল্পলাইনে অথবা ঢাকা বোর্ডে যোগাযোগ করতে পারেন। তারা বলছেন, এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পুনঃনিরীক্ষণের জন্য কেউ এসএমএস পাঠালে সে তথ্য বোর্ডের কাছে আসবেই।

গতকাল সোমবার ঢাকা শিক্ষাবোর্ড অফিসে গিয়ে দেখা গেছে, কয়েকশ' অভিভাবক জড়ো হয়েছেন ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে। তারা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ঢাকা বোর্ডে এসেছেন। ঢাকা বোর্ড কার্যালয়ের দীতলায় নোটিস বোর্ড ছাড়াও কয়েকটি স্থানে নিয়মাবলী টানিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেকে সরাসরি উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে গিয়ে ভিড় করছেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছেন অভিভাবক রফিকুল ইসলাম। তার মেয়ে এপ্লাস পেয়েছে। কিন্তু গণিতে এ গ্রাস পাননি। এ কারণে তিনি এসেছেন। তিনি জানান, নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি। তবে কেন বোর্ডে এসেছেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নতুন পদ্ধতি নিয়ে সংশয়ে আছি। কিভাবে ১২৫ টাকা পাঠাবো তা বুঝতে পারছি না। এমন প্রশ্নের জবাবে ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, এসএমএস করতে মোবাইলে ১২৫ টাকা এবং নিয়ম অনুযায়ী টেলিটক নির্ধারিত এসএমএস চার্জ থাকতে হবে। মোবাইল কোম্পানি উক্ত টাকা কেটে নেবে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, প্রতিবছর পুনঃনিরীক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের নানা ভোগান্তি পোহাতে হতো। আবেদনপত্র সংগ্রহ, ব্যাংক ড্রাফট করা, ঢাকা বোর্ড অফিসে স্বশরীরে হাজির হওয়াসহ নানাবিধ কাজ করতে হতো। এবার এসএমএসের মাধ্যমে এ পদ্ধতি চালু করায় ফলে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের আর ভোগান্তিতে পড়তে হবে না।

নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষার্থীদের এবার পুনঃনিরীক্ষণের জন্য মোবাইলে এসএমএস করতে হবে। টেলিটক (প্রিপেইড) মোবাইল থেকে ২৭ মে তারিখের মধ্যে পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রতি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা এসএমএসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে না এবং ঢাকা শিক্ষাবোর্ড থেকে কোন প্রকার আবেদন ফরম সরবরাহ করাও হবে না। আবেদন করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে rsc লিখে একটি স্পেস দিয়ে dha লিখে আরো একটি স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে আবার একটি স্পেস দিয়ে বিষয়ের কোড লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।

ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে একই এসএমএসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করা যাবে। যেমন: বাংলা, ইংরেজি ও গণিত এ তিনটি বিষয়ের জন্য টেলিটক (প্রি-পেইড) মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে rsc <space> dha <space> Roll no <space> 101, 107, 109 লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে। ফিরতি মেসেজ অপশনে একটি PIN ও ফিস সম্বলিত চাওয়া হবে। সম্মত হলে মেসেজ অপশনে গিয়ে rsc <space> yes <space> PIN লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস করতে হবে। প্রতিটি বিষয় ও পত্রের জন্য ১২৫ টাকা করে পাঠাতে হবে। টেলিটকের হেল্প লাইন ১২৩৪।

পদ্ধতিটি ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটেও দেয়া হয়েছে।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, পরীক্ষা খাতা দেখায় কোন নম্বর ভুল ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা হবে। এ ছাড়া কোন প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দেয়া না হলে সেখানে নম্বর দেয়া হবে। তবে নতুন করে খাতা পুনর্মূল্যায়ন করা হবে না।

যে পরীক্ষকের খাতায় ভুল পাওয়া যাবে সেসব পরীক্ষকের বিরুদ্ধে নেয়া হবে ব্যবস্থা। তাদের আর ভবিষ্যতে পরীক্ষক করা হবে না। গত বছর কয়েক হাজার আবেদনের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৮৪ জন পরীক্ষার্থীর নম্বর বেড়েছিল। ঢাকা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুদা বেগম বলেন, যাদের খাতায় নম্বর বেড়েছে, তারা অমনযোগী ছিল। তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে। তারা তাদের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাদের পরীক্ষক করা হয়নি।